দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৩৪

বরিশালের স্কুলগুলোতে ভর্তি যুদ্ধ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ

॥ সাদেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

আগামী ১৭ জানুয়ারি সরকারি জিলা স্কুল ও সদর গার্লস স্কুলে ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে নগরী ও এর আশেপাশের এলাকার কমপক্ষে আড়াই হাজার শিক্ষার্থী। নগরীতে ছেলেদের জন্য রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সরকারি জিলা স্কুল, উদয়ন স্কুল, বিএম স্কুল, ব্যাপ্টিস্ট মিশন, নুরিয়া হাই স্কুল ও অক্সফোর্ড মিশন বিদ্যালয়। মেয়েদের জন্য রয়েছে সরকারি সদর গার্লস স্কুল, বায়তস বালিকা বিদ্যালয়, হাসিনা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, এ আর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাউন মমতাজ মজিদুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় ও এ. ওয়াহেদ বালিকা বিদ্যালয়। এবারের তৃতীয় শ্রেণীতে ছেলে-মেয়েদের ভর্তির জন্য অভিভাবকদের টার্গেট থাকে সরকারি জিলা স্কুল ও সদর গার্লস স্কুল। ছেলেরা জিলা স্কুলে ভর্তি হতে না পারলে পরবর্তীতে তারা নগরীর প্রাণকেন্দ্র ফজলুল এডিনিউ রোডে অবস্থিত উদয়ন স্কুলে ভর্তির জন্য ছুটে যান। এ বছর সরকারি জিলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০টি আসন সংখ্যার বিপরীতে ভর্তি ফরম জমা পড়েছে ৬৮০টি। চতুর্থ শ্রেণীতে ৪০টি আসনের বিপরীতে ৩৩০টি এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মাত্র ৩০টি আসনের বিপরীতে ৩১০টি ফরম বিক্রি হয়েছে। সরকারি সদর গার্লস স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০টি আসনের বিপরীতে ভর্তির ফরম জমা পড়েছে ৫৮৮টি। ৪র্থ শ্রেণীতে ১০৭টি আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম জমা পড়েছে ৪৬৪টি ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৪টি আসনের বিপরীতে ৩২২ ছাত্রী ভর্তি ফরম জমা দিয়েছে। এ দুইটি স্কুলে সকাল ও দুপুরে দু'টি করে শিফট চালু রয়েছে। জিলা ও সদর গার্লস স্কুলের ৩য়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পরীক্ষা একযোগে ১৭, ২১ ও ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের দুইঘন্টার লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। ভর্তি কোটার চেয়ে ৩/৪ গুণ বেশি শিক্ষার্থী আবেদন করায় ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাতে পারবে কিনা এ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন এবারকার অভিভাবকরা।

সপ্তাহের একদিন ঐ সিট নিয়ে তারা পরীক্ষা নেন। ঐ সিট বাবদ আবার অভিভাবকদের কাছ থেকে ১০ টাকা হারে আদায় করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে 'সুদক্ষ ব্যবসার' হাত। শিক্ষকদের ব্যবসার এসব ফাঁক-ফোকর বুঝেও অভিভাবকরা তার কমলমতি শিশুর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অন্যায় পন্থা মেনে নেন। অভিযোগ রয়েছে এসব শিক্ষকের কাছে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই ভর্তি পরীক্ষার হলে অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

তারাই নামী দু'টি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ভর্তির সুযোগ পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের আবার পড়তে হয় আরেক 'প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের' হাতে। অভিযোগ রয়েছে জিলা ও সদর গার্লস স্কুলের প্রতিটি ক্লাশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সকল শিক্ষকরা ক্লাস নেন তারা তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়। এতেও তারা প্রাইভেট না পড়লে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা থেকে তাদের উপর নেমে আসে খড়্গ। ঐ সময় শিক্ষার্থীরা ভাল পরীক্ষা দিলেও তাদের পরীক্ষানুযায়ী নম্বর দেয়া হয় না বলে একাধিক অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অজিতা রানী সমদ্দার জানান, তার স্কুলের শিক্ষকরা কোন শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে প্রাইভেট পড়ান না। যে যতই প্রাইভেট পড়াক মেধানুযায়ীই শিক্ষার্থীরা ভাল স্কুলে চান্স পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবাদুল ইসলাম জানান, সকল শিক্ষক প্রাইভেট পড়ায় তা নয়। শিক্ষার্থীদের জিম্মি করার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, প্রতি বছরের মত এ বছর কোন শিক্ষার্থী প্রভাতী ও দিবা শাখা পছন্দ করতে পারবে না। যারা ভর্তিযোগ্য বলে ঘোষিত হবে তাদের রোল নম্বর লটারি করে ঐ দু'শিফটে ভাগ করা দেয়া হবে। সে ক্ষেত্রে উভয় ক্লাশে সমান মেধাবী শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবে।